অফিস ব্যবস্থাপনায় মাইক্রোসফটের নতুন চমক

ঈদিশতা নবী

আমেরিকার অন্যতম ধনবান ব্যক্তিত্ব, কমপিউটার বিশ্বের বিস্ময় উইলিয়াম বিল গেটস এ বছরের জুন মাসে ঘোষণা করেন তার কোম্পানি ভবিষ্যত পৃথিবীর অফিস সজ্জার এক যুগান্তকারী বস্তু আবিষ্কার করেছে। বিল গেটস এর নাম দিয়েছেন 'মাইক্রোসফট এট ওয়ার্ক'।

এটি একটি অফিস সফটওয়্যার সিস্টেম যা কমপিউটার, ফোন, কপিয়ার, ফ্যাক্স মেশিন ও প্রিন্টারকে এক সূত্রে আবদ্ধ করবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য ইলেকট্রনিক্যালি প্রচারিত হবে।

এই ব্যবস্থায় একজন ব্যক্তি যে মুহূর্তে তার কমপিউটারে কোন একটি তথ্য লিখবে তা সঙ্গে সঙ্গে তার অফিসের অন্যান্য সহকর্মীদের (যাদের নিকট তিনি তথ্যটি পৌঁছাতে চান) কমপিউটারে পড়া যাবে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোস্ট্যাট ফটোকপি মেশিনে একই সময়ে করা যাবে, বসের রুমে রাখা প্রিন্টারে তথ্যটি প্রিন্ট হবে এবং ফ্যাক্সের মাধ্যমে বিশ্বের অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে থাকা কোম্পানির শাখাগুলোতে তথ্যটি পৌঁছে যাবে।

মাইক্রোসফটের বহু আগে ১৯৬০ এর দশকে জেরোক্স অফিস ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রবাহ গতিশীল করার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় অফিস গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ শুরু করে। পরবর্তী ২০ বছর জেরোক্স কোম্পানি ওয়ার্ড প্রসেসর, প্রিন্টার, টেলিফোন এবং কপিয়ারের মাঝে যোগসূত্র গড়ে তোলার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা চালায় এবং ব্যর্থ হয়। জেরোক্সের উত্তরসূরীর দায়িত্ব গ্রহণ করে ওয়াং ল্যাবরেটরী। অফিস থেকে কাগজের স্তূপ কমিয়ে আধুনিক অফিস নির্মাণে নিবেদিত ওয়াং গতবছর দেউলিয়ার দুর্নাম ঘাড়ে নিয়ে অফিস ইকুইপমেন্ট ব্যবসা ছেড়ে দেয়।

আইবিএমও চেষ্টা করেছিল। একই চেষ্টায় বিখ্যাত তেল কোম্পানি Exxon ২ বিলিয়ন ডলার অপচয় করেছে। সবশেষে সফলতার সোনার হরিণ ধরা পড়েছে বিল গেটসের মাইক্রোসফটের ফাঁদে।

জেরোক্স, নর্দান টেলিকম, ম্যাক সেলুলার কমিউনিকেশন, রিকো, মুরাতা মেশিনারী, হিউলেট প্যাকার্ড, কম্পাক, মিনোল্টা, ক্যানন, এনইসি সহ আরো প্রায় এক ডজন অফিস ইকুইপমেন্ট নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফটের সফটওয়্যারকে তাদের প্রস্তুতকৃত যন্ত্রে ব্যবহারের কথা ঘোষণা করেছে।

মাইক্রোসফটের চেয়ারম্যান উইলিয়াম বিল গেটস কোম্পানির এই সাফল্যকে বিশাল ব্যবসার নব দিগন্ত হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন, 'অফিসের অভ্যন্তরে তথ্য এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী সাবলীলভাবে যাতায়াত করবে।'

তিনি আরো মনে করেন, তাদের বর্তমান আবিষ্কারের বাজার ব্যাপক হলেও কোম্পানির পিসি সফটওয়্যারের বাজারকে অতিক্রম করবে না। কোম্পানির বাজারজাতকরণ বিশেষজ্ঞদের মতে আগামী পাঁচ বছরে নতুন সফটওয়্যার বিক্রি করে বছরে ৫০০ মিলিয়ন ডলার আয় হতে পারে। উল্লেখ্য মাইক্রোসফটের পিসির বাজার বছরে প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার।

নতুন সফটওয়্যারকে কোম্পানির উইণ্ডোজ প্রোগ্রামের কমপিট্যাবল রাখা হয়েছে। এই ধারণা থেকে এটি করা হয়েছে যে, এর ফলে এর বিক্রি বেশী হবে। উল্লেখ্য ১৯৮৫ সালে বাজারজাতকরণের পর এপর্যন্ত উইণ্ডোজের ২৫ মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়েছে। বিক্রির দিক থেকে এর অবস্থান দ্বিতীয়।

বিশ্বের বাজারে গত বছর বিক্রিত কপিয়ার, প্রিন্টার, টেলিফোন, ফ্যাক্স মেশিনের মোট মূল্য ছিল ৬০ বিলিয়ন ডলার। বাজার বিশেষজ্ঞদের ধারণা, মাইক্রোসফট কোম্পানি নতুন সফটওয়্যারের ডিজাইন ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে বাৎসরিক আয়ের অতিরিক্ত ২০০ মিলিয়ন ডলার আয়ে সক্ষম হবে।

কিন্তু অনেকে আবার এ ধরণের আশাবাদের ঘোর বিরোধী। তাদের মতে অতীতেও এমন পদক্ষেপ কেউ কেউ গ্রহণ করেছিল কিন্তু সফল হয়নি। ব্যবহারকারীরা আইডিয়া পছন্দ করেনি। যে কারণে তখন করেনি, তাদের মতে, সে কারণে এখনও পছন্দ করবে না।

তারপরও মাইক্রোসফটের পক্ষে অনেকেই রয়েছে বিশেষ করে যাদের জন্যে এই সফটওয়্যার তারা, এরা হলো অফিস ইকুইপমেন্ট নির্মাতা প্রতিষ্ঠানসমূহ। 'মাইক্রোসফট এট ওয়ার্ক' সম্পর্কে জেরোক্স কোম্পানির এডভান্সড অফিস ডকুমেন্ট সার্ভিসেস ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট পল রিকি বলেন, 'মাইক্রোসফটের সফটওয়্যার এমন কাজ করতে পারছে যে কাজ আমরা, অন্যেরা করতে চাই কিন্তু পারি না।'

নিজের পণ্য সম্পর্কে বিল গেটস বলেন, যে কাজটি আমি করেছি এতে ঝুঁকিও আছে। কারণ পণ্যটির সাথে আমাদের কোম্পানির সুনাম জড়িত আছে। মনে রাখতে হবে পণ্যটি আমাদের নামে বাজারজাত হচ্ছে। যদি এটি বাজার ধরতে ব্যর্থ হয় তবে আমাদের ভবিষ্যত উদ্যমে তা বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলবে। তিনি আরো বলেন, অতীতে এমন উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছে কারণ কোন একটা নির্দিষ্ট কোম্পনির হার্ডওয়্যারের প্রতি ক্রেতারা আস্থাবান হতে পারেনি। এক্ষেত্রে আমাদের সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী কারণ আমরা হার্ডওয়্যার করছি না কিংবা একটি কোম্পানির উপর নির্ভর করছি না।

সর্বশেষে বিল বলেন, 'সফলতার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। তা না হলে আমি এ পথে পা বাড়াতাম না।' ✱

বিল গেটস যা বলেন

৩৭ বছরের বিল গেটসের ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ ৭ বিলিয়ন ডলার। তাকে বলা হয় সেলফমেইড বিলিওনার। কোটিপতির ইতিহাসে এখন পর্যন্ত এমন দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্ম হয়নি। গতমাসে বিয়ের ঘোষণা দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাকে যুক্তরাষ্ট্রের সবথেকে কাংখিত বর হিসেবে গণ্য করা হতো।

গেটস বিয়ে করছেন তারই কোম্পানির একজন মিডলেভেল ব্যবস্থাপককে। নাম মেলিন্দা ফেঞ্চ। বয়স ২৮ বছর।

পাঠ সমাপ্তির আগেই হার্ভার্ড ছেড়ে চলে আসা গেটস কখনো কি হবে না হবে এ নিয়ে অগ্রীম দুঃশ্চিন্তায় ভোগেন না। কোটিপতি হলেও সাধারণের নিকট তিনি দুর্লভ নন। নিজ কোম্পানির এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত তিনি চষে বেড়ান। এটা তার স্বভাব। স্বভাব গুণে কোম্পানির সবটাই তার নখদর্পণে। লোকে বলে তার মেজাজ খুবই রুক্ষ্ম। ভুল হলে সবার সামনেই ম্যানেজারদের তিরস্কার করেন আবার ভাল কাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেন।

উড়োজাহাজের ফার্স্ট ক্লাসে না চড়ে কোচ ক্লাসে চড়তে তিনি বেশী পছন্দ করেন। সব মিলিয়ে মনে হয় সিম্পল লিভিং এণ্ড হাই থিংকিং গেটসের জীবনের মূল প্রতিপাদ্য।

বাণিজ্যিকভাবে সফল এবং আপন প্রতিভায় সমুজ্জ্বল বিল গেটস সম্প্রতি তার প্রতিপক্ষ এবং নিজের ভবিষ্যত ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে খোলামেলা কিছু কথা বলেছেন। কথাগুলো এমন—

ইনফরমেশন হাইওয়ে সম্পর্কে বিল গেটস বলেন, মাইক্রোসফটে কয়েকশ লোক রয়েছেন যাদের প্রধান কাজ হলো এমন সফটওয়্যার বানানো যা ইনফরমেশন হাইওয়ে ধারণাকে গতিশীল করবে। আমেরিকাতে প্রস্তাবিত ২০০ বিলিয়ন ডলারের ইলেকট্রনিক হাইওয়ে নির্মিত হলে এর মূল চালিকা শক্তি হবে আমাদের কোম্পানির তৈরী সফটওয়্যার।

প্রতিপক্ষের দুর্বলতা সম্পর্কে তিনি বলেন, লোটাস (ফিনানসিয়াল একাউন্টিং সফটওয়্যার নির্মাতা) প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে নিজের শ্লথ গতির জন্যে। বরল্যাণ্ড ইন্টারন্যাশনাল (ডাটাবেস প্রোগ্রাম নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান) ভুল করেছে এসটন টেটের সাথে জোট বেঁধে। ফিলিপ কান (বরল্যাণ্ডের প্রধান নির্বাহী) বাঁশি বাজাতে এবং জাহাজ চালাতে যতটা দক্ষ টাকা তৈরীতে ততটা দক্ষ নন।

ওয়ার্ড পারফেক্ট (ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার ডেভলপার) সত্যিকার অর্থে ভাল করছে... আমরা ব্যবসায়িকভাবে সফল হয়েছি ম্যাকেন্টোসের (এপল কমপিউটার) জন্যে সফটওয়্যার বানিয়ে। এপল আমাদেরকে কিভাবে সাহায্য করছে? কেউ হয়তো আমাদের বিরুদ্ধে এপলের আইনের আশ্রয় গ্রহণের কথা বলবেন। ভবিষ্যতে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিরা হয়তো আরো সচেতন হবে এবং আমরা কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হবো।

মাইক্রোসফটের শক্তিশালী অবস্থান এবং অপ্রতিরোধ্য গতি সম্পর্কে বিল গেটস বলেন, কমপিউটার শিল্পে কখনোই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘাটতি ছিল না। যে কারণে লক্ষ্য করা যায় কোন একটা বিশেষ কোম্পানি এককভাবে বেশী সময়ের জন্যে আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি। এই সেক্টরে ব্যবসার গতি বারংবার পরিবর্তিত হচ্ছে।

মাইক্রোসফটের দীর্ঘদিনের সহকর্মী অংশীদার চিপ প্রস্তুতকারী ইণ্টেল সম্পর্কে তিনি বলেন, আমরা একে অপরের জন্যে কাজ করি। এই যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এটি কখনো কোম্পানির সিদ্ধান্ত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেনি। ইণ্টেল তাদের সিস্টেম নেক্সটে ব্যবহারের বিনিময়ে স্টীভ জবসকে অর্থ ধার দিয়েছে। ইণ্টেল চায় জনপ্রিয় সব অপারেটিং সিস্টেমে তাদের চিপস ব্যবহৃত হউক। আর আমি চাই জনপ্রিয় চিপসটি আমার অপারেটিং সিস্টেমে কাজে লাগুক। আমরা সবাই কঠোরভাবে বাস্তব অনুসারী। মাইক্রোসফটের নতুন পণ্য উইণ্ডোজ এনটি সফটওয়্যার সম্পর্কে তিনি বলেন, এটি খুবই শক্তিশালী এবং কার্যপযোগী অপারেটিং সিস্টেম। এর ব্যবহার দ্বারা পারসোনাল কমপিউটার ও ওয়ার্কস্টেশন হতে সর্বোচ্চ সুবিধা আদায় করা সম্ভব হবে। তারপরও হয়তো এটি বাজারে খুব সাড়া ফেলবে না ইতিমধ্যে ক্রেতার সন্তুষ্টি নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার কারণে। নিজের ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে উইলিয়াম বিল গেটস বলেন, আগামী দশ বছরে ভিন্ন কিছু করার পরিকল্পনা আমার নেই। দূর কোন নির্জন দ্বীপে অবসর জীবনযাপনের কোন ইচ্ছা আমার নেই।

আমি এখনও স্মার্ট লোকের দেখা পাইনি। কোন কঠিন চ্যালেঞ্জেরও সম্মুখীন হইনি। আমি যে কাজ করছি তা খুবই আনন্দদায়ক। আমেরিকাতে এটিই সবথেকে ভাল কাজ।